সিঙ্গার বাংলাদেশের বিক্রি বেড়েছে ২৬.১%

ঈদুল আজহায় রেকর্ড বিক্রির সুবাদে হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) সিঙ্গার বাংলাদেশের বিক্রি ২৬ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। গ্রস মার্জিন কিছুটা বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যয় নিয়ন্ত্রণেও সফল হয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বহুজাতিক কোম্পানিটি। পরিচালন মুনাফায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ। সব ধরনের খরচ মেটানোর পর বছরের প্রথম নয় মাসে কোম্পানির নিট মুনাফায় প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩ শতাংশ। তিন প্রান্তিকে শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১০ টাকা ৮৯ পয়সা। প্রান্তিক ফলাফলের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে সিঙ্গার বাংলাদেশের পর্ষদ চেয়ারম্যান গ্যাভিন ওয়াকার বলেন, এ বছর গ্রীষ্মে দেশের বিভিন্ন স্থানে অপ্রত্যাশিত অতিবৃষ্টি ছিল, যা কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন বাধাগ্রস্ত করেছে। তবে ঈদুল আজহায় রেকর্ড বিক্রির কারণে সিঙ্গার উচ্চপ্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়। নয় মাসে কোম্পানির বিক্রি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ১৬০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ব্যবসায়িক পরিবেশ, নতুন পণ্য ও নতুন নতুন বিপণন উদ্যোগ এ সাফল্যে ভূমিকা রেখেছে।http://bonikbarta.net

তিন প্রান্তিকে তহবিল বেড়েছে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের

হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জীবন বীমা তহবিল ১২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬৮৭ কোটি ১৬ লাখ টাকায়। যা এর আগের বছর একই সময়ে ৭৩ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৫৪৪ কোটি ৭ লাখ ৬০ হাজার টাকায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে, তৃতীয় প্রন্তিকে (জুলাই- সেপ্টেম্বর) এ কোম্পানির তহবিল বেড়েছে ৩৫ কোটি ৫৯ লাখ ৭০ হাজা টাকা। যা এর আগের বছর একই সময়ে বাড়ে ২৭ কোটি ৮৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা। ডেল্টা লাইফ ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত ২০১৭ হিসাব বছরে ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় ডেল্টা লাইফ। ২০১৫ হিসাব বছরের জন্য ১৮ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় কোম্পানিটি। ২০১৪ হিসাব বছরের জন্য ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ পান এর শেয়ারহোল্ডাররা।http://bonikbarta.net

নিম্নতম মজুরি পান না ৫৪% পোশাক শ্রমিক

পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ৫৪ শতাংশ নিম্নতম মজুরি পান না। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিঅ্যান্ডএ ফাউন্ডেশন, ফ্যাশন রেভল্যুশন ও মাইক্রোফিন্যান্স অপরচুনিটিজের সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ, ভারত ও কম্বোডিয়ার মোট ৫৪০ জন শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তিনটির গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৮০ জন শ্রমিকের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মাঠকর্মীদের সহায়তায় এক বছর ধরে পোশাক শ্রমিকদের ওপর এ সমীক্ষা চালানো হয়। সম্প্রতি এ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ।http://bonikbarta.net

বিআইবিএমের কর্মশালায় বক্তারা : কৃষিঋণে বেসরকারি ব্যাংকের নজর কম

কৃষিঋণে বেসরকারি ব্যাংকের নজর তুলনামূলক কম। যেখানে সরকারি ব্যাংকগুলোর প্রায় ৮ শতাংশ ঋণ কৃষিতে, সেখানে বেসরকারি ব্যাংকের এ খাতে ঋণের পরিমাণ ২ শতাংশের কম। অথচ কৃষিতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ তুলনামূলক অনেক কম। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল বিআইবিএম মিলনায়তনে 'অ্যাড্রেসিং এগ্রিকালচার থ্রু ভ্যালু চেইন ফিন্যান্সিং— হাউ টু অ্যাট্রাক্ট ব্যাংকস?' শীর্ষক কর্মশালায় এ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ২৪টি ব্যাংকের তথ্য সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে বিআইবিএম।http://bonikbarta.net

ইরানের তেল বাণিজ্য : মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় ছাড় পেতে পারে ভারত-চীন

কয়েক দিন পরই ইরানের তেল রফতানির ওপর পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে। গত মে মাসে এ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এর পর থেকেই মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সতর্ক করে বলেছে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের দেশটি থেকে তেল ক্রয় শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ইরানের তেলের শীর্ষ পাঁচ ক্রেতার মধ্যে ভারত, চীন ও তুরস্ক ওয়াশিংটনের এ আহ্বানে এখন পর্যন্ত সাড়া দেয়নি। এ অবস্থায় কিছু দেশকে ইরান থেকে তেল ক্রয়ে সীমিত ছাড় দেয়া হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর রয়টার্স। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে তেলের ওপর নির্ভরশীল ইরানের অর্থনীতিকে সংকুচিত করে ফেলার কৌশল নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি ধারণা করছে, এতে ইরান শুধু তাদের উচ্চাভিলাষী পারমাণবিক কর্মসূচি নয়, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ও সিরিয়ার ওপর প্রভাব হ্রাসে বাধ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের কড়া হুঁশিয়ারি খোদ ইরান বা এর তেলের শীর্ষ আমদানিকারকরা খুব একটা আমলে নিচ্ছে না।http://bonikbarta.net

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ইউরোপের বৃহত্তম ব্যাংক এইচএসবিসির কর-পূর্ব মুনাফা ২৮ শতাংশ বেড়ে ৫৯২ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। প্রধান বৈশ্বিক ব্যবসাগুলোর শক্তিশালী আয় প্রবৃদ্ধির সুবাদে ব্যাংকিং জায়ান্টটির মুনাফা বেড়েছে। খবর এএফপি। এক বিবৃতিতে এইচএসবিসি জানিয়েছে, সমন্বিত কর-পূর্ব মুনাফা বছরওয়ারি ১৬ শতাংশ বেড়ে ৬২০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। শক্তিশালী আয় প্রবৃদ্ধি বেড়ে চলা পরিচালন ব্যয় আংশিকভাবে পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বাজার বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার বেশি মুনাফা করেছে বলে ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে। বিশ্লেষকরা ৫৭৩ কোটি ডলার মুনাফার পূর্বাভাস করেছিলেন। এইচএসবিসি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী জন ফ্লিন্ট বলেন, শক্তিশালী আয়ের ফলে আমরা প্রবৃদ্ধিতে অব্যাহত বিনিয়োগ করতে পারছি। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সরলীকরণ সম্ভব হচ্ছে, যাতে গ্রাহকরা আমাদের সঙ্গে সহজে লেনদেন করতে এবং আমাদের কর্মীরা তাদের কাজ করে যেতে পারেন।http://bonikbarta.net

বৈরী আবহাওয়ায় উৎপাদন হ্রাস : শ্রীলংকার চা রফতানি কমল ৩৫ লাখ কেজি

চলতি বছরটা শ্রীলংকার চা শিল্পের জন্য খুব একটা সুখকরভাবে কাটছে না। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দেশটিতে চা উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে শ্রীলংকায় পানীয় পণ্যটির উৎপাদন ১৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে এসেছে। এর প্রভাব পড়েছে শ্রীলংকার চা রফতানি খাতেও। বছরের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশটি থেকে পানীয় পণ্যটির রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫ লাখ কেজি কমে গেছে। এর ফলে বছর শেষে শ্রীলংকায় চা উৎপাদন ও দেশটি থেকে পানীয় পণ্যটির রফতানির লক্ষ্য পূরণ নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। খবর ফিন্যান্সিয়াল ট্রিবিউন ও কলম্বো পোস্ট।http://bonikbarta.net